মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২

গবেষণা বিভাগ

মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং

বাংলাদেশ ব্যাংক

এ প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা ই-মেইলঃ sm.sumon@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং nazmun.mily@bb.org.bd তে পাঠানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৭০৮১.২৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭২২৮.২৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৬৪ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১১.১৯ শতাংশ) তুলনায় কম। *পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাস মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৬৭১৭.৫০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭১০০.৭৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৬.৪২ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৭০ শতাংশের কাছাকাছি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১০.২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি খাতেও ঋণের প্রবৃদ্ধি উজ্জীবিত হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৩.৯৩ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৬০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৮.৭৭ শতাংশের তুলনায় বেশি। *কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব হ্রাসের প্রেক্ষিতে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুনরায় সক্রিয় হওয়া এবং বিশ্ব বাজারে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সূত্রে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি জোরালো হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৪৭১.৬২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.০৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৪০০.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। সেপ্টেম্বর'২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.১৮ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৯.০০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ১৫.১৪ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। *বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০২২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২২ শেষের যথাক্রমে ৬.১৫ শতাংশ এবং ৭.৫৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.৯৬ শতাংশ এবং ৯.১০ শতাংশ। *মূলতঃ গড় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অনেকাংশে বৃদ্ধির ফলে গড় ও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি উভয়ই ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।*

তারল্য ও সুদ হার পরিস্থিতি

- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ সেপ্টেম্বর'২২ শেষে দাঁড়ায় ৪০৪৭.৭৮ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৪৩১৯.২৯ বিলিয়ন টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৪৩৩৫.৯৪ বিলিয়ন টাকা। *সাম্প্রতিককালে ঋণের প্রকৃত সুদ হার হ্রাসসহ করোনাত্তোর অর্থনীতির জোরালো কর্মকাণ্ডে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি এবং উচ্চ আমদানি ব্যয় পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তরল সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- সেপ্টেম্বর'২২ শেষে আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪.০৯ শতাংশ। অপরদিকে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭.১২ শতাংশ। *গড় ভারীত সুদ হার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদ হার কয়েক দফায় বৃদ্ধিকরণ এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থাদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৬.৫৬ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১১.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১৮০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৭.৭৪ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১১.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৩৪৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১.০৫ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬৭৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) ও রপ্তানি আয় হ্রাস সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেলেও মূলতঃ আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত কম হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় বেশি হয়েছে, যা টাকার বিনিময় হারের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।*
- সেপ্টেম্বর'২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৪৭৬.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমানে ৪.৫ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান।
- সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় শতকরা ২.৬৬ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ৯৬.০০ টাকায় দাঁড়ায়।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের তীব্রতা হ্রাসের প্রেক্ষাপটে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৬.৭ শতাংশ, যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর'২২ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৬.৪২ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৩.৬ শতাংশ, যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর'২২ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৩.৯৩ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত হয়েছে ৫.৬০ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর'২২ শেষে প্রকৃতপক্ষে ৬.৯৬ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন'২২ শেষের তুলনায় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়ায় সেপ্টেম্বর'২২ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) ও রপ্তানি আয় হ্রাস সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি কিছুটা নিম্নমুখী হওয়ার প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪৫৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ৩৬১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৭০৮১.২৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭২২৮.২৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৪.৮০ শতাংশ ও ১.৬০ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহের উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৭.৯৫ শতাংশ হ্রাস এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৩.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৬৪ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১১.১৯ শতাংশ) তুলনায় কম। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাস মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর'২২ শেষে বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ১১.১৯ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২১ শেষে ১৪.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একইসময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৪.৮৪ শতাংশ, উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর'২১ শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.৩৪ শতাংশ (চার্ট-১)।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

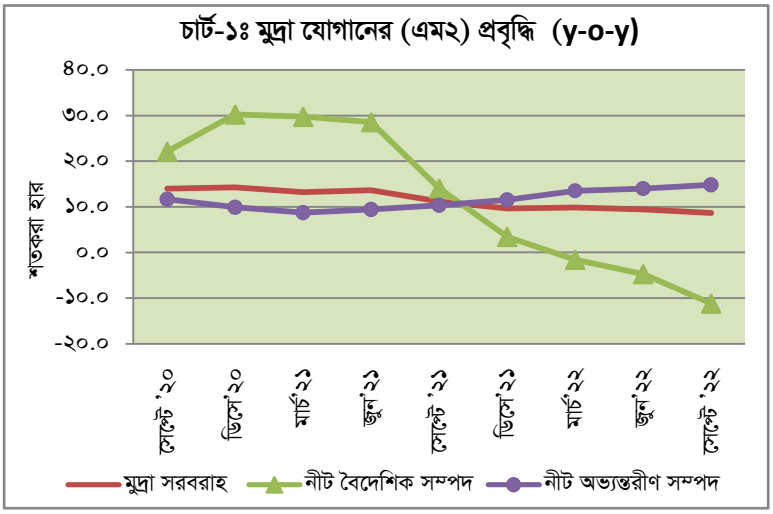

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৬৭১৭.৫০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭১০০.৭৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬.৯৮ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৬.৪২ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৭০ শতাংশের কাছাকাছি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১০.২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি খাতেও ঋণের প্রবৃদ্ধি উজ্জীবিত হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নীট ঋণ[১] এর স্থিতি জুন, ২০২২ শেষের তুলনায় ৩.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯২৪.৯২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২০.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০২২ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ২৮.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ১৯.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ২.৬০ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ২.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৪.৬৩ শতাংশ এবং ১.৮৪ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৩.৯৩ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৬০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৮.৭৭ শতাংশের তুলনায় বেশি (চার্ট-২)। কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব হ্রাসের প্রেক্ষিতে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুনরায় সক্রিয় হওয়া এবং বিশ্ব বাজারে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সূত্রে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি জোরালো হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ সেপ্টেম্বর ২০২১ শেষের ৮২.৪২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২ শেষে দাঁড়ায় ৮০.৬৬ শতাংশ।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

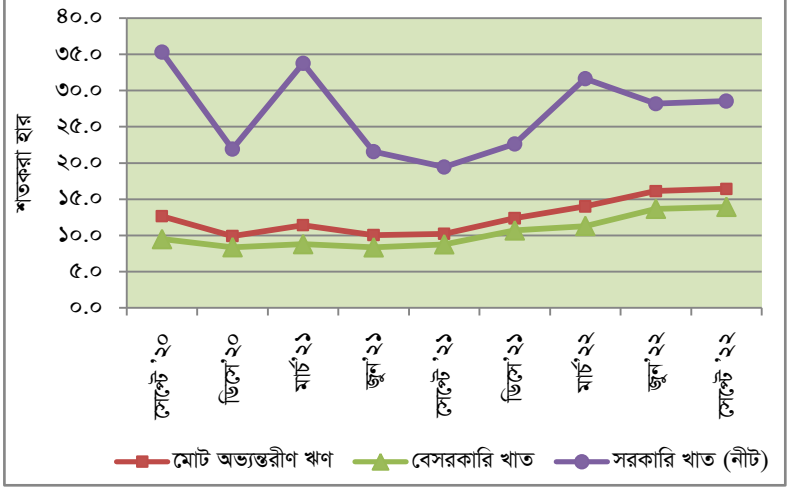

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৭.৯৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৩৫৩.৩০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২.২২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১১.১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যেখানে ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ঋণাত্মক ১০.৭০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল ২৮.৫৯ শতাংশ। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ এর তুলনায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ এ আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

[১] accrued interest সহ

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৪৭১.৬২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.০৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৪০০.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৮.১০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৭.১১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদে দায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ৫.৯৬ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ২১১.৫৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩৪৭৭.৫৮ বিলিয়ন টাকা থেকে ৮.২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩১৮৯.২৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নীট্ ঋণের পরিমাণ ১৬৭.৩৩ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৪২১.২৬ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৫.১৮ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৯.০০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ১৫.১৪ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম (চিত্র-৩)। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০২২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

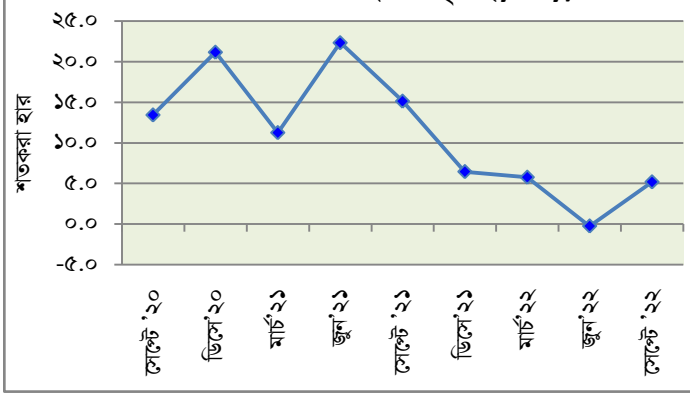

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের* পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০৪৭.৭৮ বিলিয়ন টাকা, যা জুন'২২ এবং সেপ্টেম্বর'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৪৩১৯.২৯ বিলিয়ন ও ৪৩৩৫.৯৪ বিলিয়ন টাকা। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মোট তরল সম্পদের মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ (unencumbered approved securities) এর পরিমাণ ৩০৬৬.৪০ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭৫.৭৬ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭৬৯.২৩ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ১৯.০ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের (cash in hand) পরিমাণ ২১২.১৫ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৫.২৪ শতাংশ) (চার্ট-৪ এবং ৫)। সাম্প্রতিককালে ঋণের প্রকৃত সুদ হার হ্রাসসহ করোনাত্তোর অর্থনীতির জোরালো কর্মকাণ্ডে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি এবং উচ্চ আমদানি ব্যয় পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তরল সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

চার্ট-৪ঃ মোট তরল সম্পদের* গতিধারা

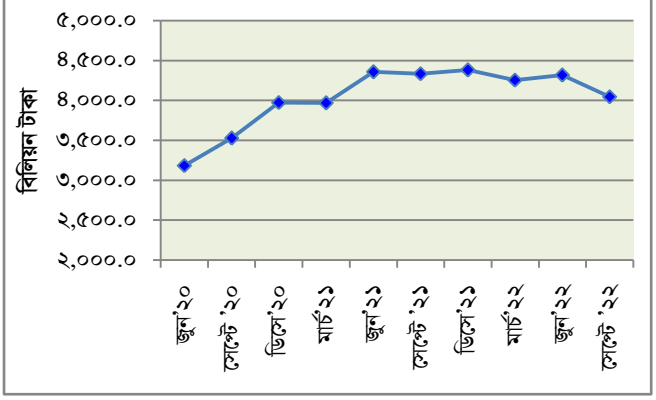

চার্ট-৫ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি (সেপ্টেম্বর, ২০২২)

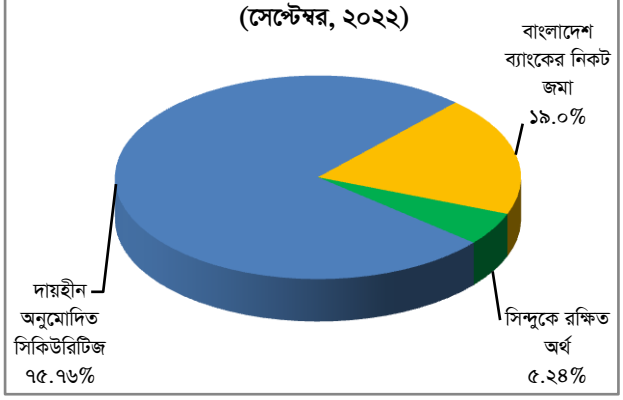

*মোট তরল সম্পদের হিসাবায়নে এফসি ক্লিয়ারিং একাউন্ট ব্যালেন্স অন্তর্ভুক্ত নয়;
উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

সেপ্টেম্বর'২২ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৩.৯৭ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৪.০৮ শতাংশ) তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.০৯ শতাংশ। অপরদিকে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৭.০৯ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৭.২৪ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.১২ শতাংশ। গড় ভারীত সুদ হার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদ হার কয়েক দফায় বৃদ্ধিকরণ এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থাদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.০৩ শতাংশ, যা জুন'২২ শেষে ছিল ৩.১২ শতাংশ।।

চার্ট-৬ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

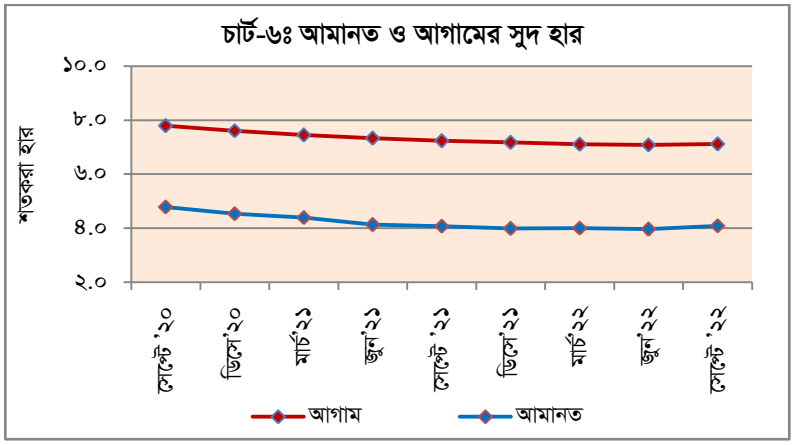

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মূল্যস্ফীতি

গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২২ শেষের যথাক্রমে ৬.১৫ শতাংশ এবং ৭.৫৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.৯৬ শতাংশ এবং ৯.১০ শতাংশ। মূলতঃ গড় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অনেকাংশে বৃদ্ধির ফলে গড় ও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি উভয়ই ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

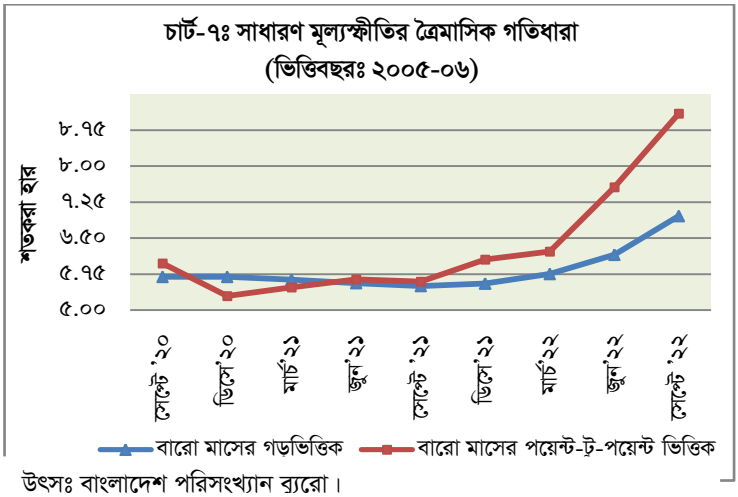

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭.০৪ শতাংশ ও ৬.৮৪ শতাংশ, যা জুন'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.০৫ শতাংশ ও ৬.৩১ শতাংশ।

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯.০৮ শতাংশ ও ৯.১৩ শতাংশ, যা জুন'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ৮.৩৭ শতাংশ ও ৬.৩৩ শতাংশ।

বিশ্ববাজারে প্রায় সব ধরণের পণ্য মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক মূল্য বৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানী মূল্যের দুই ধাপে (ঊর্ধ্বমুখী) সমন্বয়ের ফলে দেশের মূল্যস্ফীতি বিগত কয়েক মাস যাবৎ বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনা পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সংকট শীঘ্রই সমাধান না হওয়ার সূত্রে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকার পাশাপাশি ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান হ্রাসের ফলে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুন'২৩ শেষে) বাংলাদেশের সাধারণ গড় মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার (৫.৬ শতাংশ) মধ্যে

নামিয়ে আনা চ্যালেঞ্জিং বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনীতে তুলে ধরা হলো।

৫। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। মনিটারি পলিসি কমিটি'র ৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ৩০ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৫.০০ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৫.৫০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়, যা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকেও কার্যকর ছিল। উল্লেখ্য, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগে অপরিবর্তিত ছিল।

কল মানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ৩.২৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৬.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৩৪২৪.১০ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪৩৩৪.৭৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২১.০১ শতাংশ কম। কলমানি বাজারে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেলেও গড় ভারীত সুদহার জুন'২২ শেষের ৪.৮৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ৫.৫৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

রেপোঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৫৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১-৫ দিন মেয়াদি ৩২৬৭.৭৭ বিলিয়ন টাকার ৩১৭৩টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ৬৫০.০৯ বিলিয়ন টাকার ৭৯৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো-এর ৫৩টি নিলাম এবং উক্ত নিলামসমূহে ১-৪ দিন মেয়াদি ১৫৫১.৪৭ বিলিয়ন টাকার ১৭০৬টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ১১১.০৯ বিলিয়ন টাকার ১৮৫টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

রিভার্স রেপোঃ মুদ্রাবাজারে তারল্য চাপ অনুভূত হওয়ায় বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৪১৬.০৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০৮.১১ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৫৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, সর্বমোট ১০৭.৯৩ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রাইমারি ডিলার বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ৫৫৭.৩৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৬৩.১০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৫৫১টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৪.২৪ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ২০০.৬৩ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭৬.৮৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩২২টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, ১২৩.৭৭ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২৭৩.৯৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪৫.৩০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৫৪৯টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং ১২৮.৬৪ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৭.২৮১৫ শতাংশ থেকে ৮.৫৫১৯ শতাংশ এবং ৭.২১০০ শতাংশ থেকে ৮.৬৫০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২১৫.৮৮ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকা ও মুদ্রা সরবরাহ মুদ্রানীতির নির্ধারিত সীমার

নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। ফলে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

৬। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.৫৬ শতাংশ হ্রাস পেলেও তা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১১.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৭৪ শতাংশ হ্রাস পেলেও তা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১১.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৩৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.০৫ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬৭৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) ও রপ্তানি আয় হ্রাস সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি কিছুটা হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪৫৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ৩৬১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এছাড়া, আলোচ্য সময়কালে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (MLT)-এর পরিমাণ হ্রাসের ফলে আর্থিক হিসাবে (financial account) উদ্বৃত্ত অনেকটা হ্রাস পেয়ে ৩৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ফলশ্রুতিতে লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (overall balance) ৩৪৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পেলেও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত কম হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় বেশি হয়েছে, যা টাকার বিনিময় হারের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৭। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। সেপ্টেম্বর, ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৪৭৬.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্ট-৮), যা বর্তমানে ৪.৫ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। জুন, ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৪১৮২৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের ৫.১ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৬১৯৯.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের ৬.১ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৩৯৭১.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চার্ট-৮ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

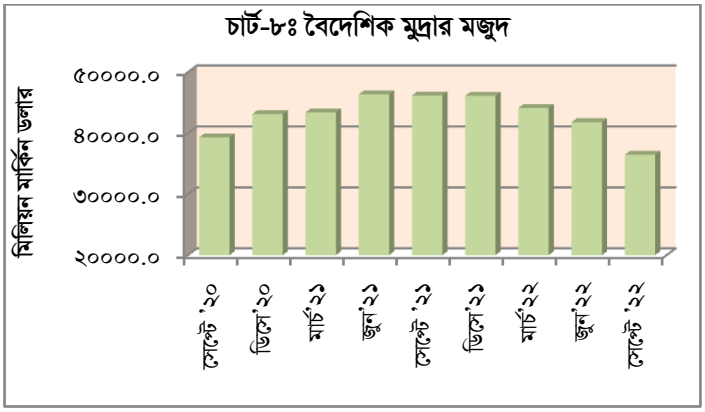

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

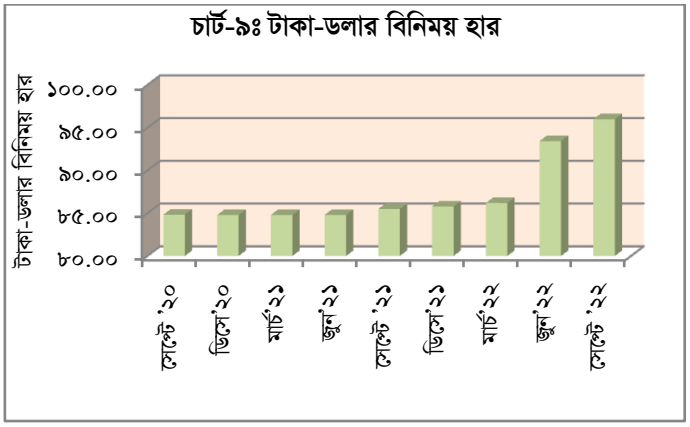

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সেপ্টেম্বর, ২০২২ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২.৬৬ ভাগ এবং ১০.৯৪ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ৯৬.০০ টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট-৯)। জুন, ২০২২ এবং সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ৯৩.৪৫ এবং ৮৫.৫০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতি চাপ অব্যাহত রয়েছে, যা প্রশমনে চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৩৫৬২.৩ মার্কিন ডলার বিক্রয় করলেও কোন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে কোন ডলার ক্রয় করেনি বরং ৩৫৮০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সর্বমোট ৭৬২১.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ২১০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছিল।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate)

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক জুন, ২০২২ শেষের ১১১.৩০ থেকে ২.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর, ২০২২ শেষে ১১৩.৭৭ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৩.২৬ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৩.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত বিনিময় হার সূচক বৃদ্ধি ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানে অবচিতির চাপ নির্দেশ করে।

৯। অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব এবং রাশিয়া-ইউক্রেন এর যুদ্ধাবস্থা প্রলম্বিত হওয়ার কারণে চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থির প্রেক্ষাপটে দেশের মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত রাখার লক্ষ্যে বিলাসজাতীয় পণ্যের (মোটরকার, ইলেকট্রিক্যালও ইলেকট্রনিক্স হোম আপ্লায়েন্স, স্বর্ণ ও স্বর্ণলঙ্কার, তৈরী পোশাক ইত্যাদি) আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করতে হবে মর্মে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, শিশুখাদ্য, অত্যাবশকীয় খাদ্যপণ্য, জ্বালানি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও সরঞ্জামসহ চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, উৎপাদনমুখী স্থানীয় শিল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সরাসরি আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল, কৃষি খাত সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং সরকারি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য অত্যাবশকীয় পণ্য ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্যের আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত মার্জিন গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে আমদানিকারকের অনুকূলে বিদ্যমান কোন ঋণ হিসাব অথবা কোন হিসাব সৃষ্টির মাধ্যমে আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের বিপরীতে কোন ধরনের মার্জিন প্রদান করা যাবে না। (বিআরপিডি, ০৪ জুলাই ২০২০)
- এমএফএস এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে এবং ইলেকট্রনিক পেমেন্টকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশে কার্যরত সকল এমএফএস সার্ভিস প্রভাইডারসমূহকে এমএফএস হিসাব হতে ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তরের লেনদেনের সীমা সর্বসাকুল্যে দৈনক ভিত্তিতে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং মাসিক ভিত্তিতে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা নির্ধারণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (পিএসডি, ০৫ জুলাই ২০২২)
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদেরকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে/মুনাফায় ও সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিজস্ব তহবিল হতে ২৫ (পঁচিশ) হাজার কোটি টাকার 'সিএমএসএমই খাতে মেয়াদী ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' নামক একটি ৩ (তিন) বছর মেয়াদী পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (এসএমইএসপিডি, ১৯ জুলাই ২০২২)
- নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ৩ (তিন) হাজার কোটি টাকার চলমান আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের তৃতীয় দফার বাস্তবায়ন ০১ জুলাই ২০২২ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (এফআইডি, ২০ জুলাই ২০২২)
- বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগের কোন কোন উপাদান আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পুঁজিবাজার বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা প্রদান করেছে। এক্ষণে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পুঁজিবাজারে শেয়ার ধারণের উর্ধ্বসীমা (Exposure Limit) নির্ধারণে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত শেয়ার, ডিবেঞ্চার, কর্পোরেট বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট এবং পুঁজিবাজারের অন্যান্য নিদর্শনপত্রে বিনিয়োগ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে 'বাজারমূল্য'-এর পরিবর্তে 'ক্রয়মূল্য' বিবেচনা করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (ডিএফআইএম, ১৪ আগস্ট ২০২২)
- দেশে গম, ভুট্টা ও এগুলো হতে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যাদি সরবারহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর গম ও ভুট্টা আমদানি করার নিমিত্তে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে, দেশে গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ১ হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ০.৫০ শতাংশ সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে এবং কৃষক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার সর্ব্বোচ্চ ৪ শতাংশ সরল হারে নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।
- সাপ্তাহিক ছুটির দিন/ সরকারি ছুটির দিনে এমএফএস মার্কেটে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ এবং ই-মানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে আন্তঃডিস্ট্রিবিউটর 'ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট' পদ্ধতি চালু করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, একজন ডিস্ট্রিবিউটর একদিনে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার সমপরিমাণ লেনদেন (ই-মানি লিফটিং এবং ক্যাশ/নগদ অর্থ রিফান্ড একত্রিতভাবে) পরিচালনা করতে পারবেন। (এসিডি, ২৫ আগস্ট ২০২২)

- কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব, বহিঃবিশ্বে যুদ্ধাবস্থাসহ নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মাঝারি ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বিরূপভাবে প্রভাবিত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাহকের ঋণ পরিশোধ সহজীকরণের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠনিের শ্রেণিকৃত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত ডাউনপেমেন্ট ও মেয়াদ যৌক্তিক করার নির্দেশ প্রদান করেছে। এ নীতিমালায় আওতায় ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ডাউনপেমেন্ট সময়সীমা সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনযোগ্য হবে। তবে গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে শিল্প/ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হলে, খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় ৪র্থ বার পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে তৃতীয় দফা পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন অনুরুপ ডাউনপেমেন্ট ও মেয়াদ প্রযোজ্য হবে। (ডিএফআইএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২)
- দেশের অর্থনীতিতে নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) অতিমারীর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে মুদ্রা বাজারে তারল্য ব্যবস্থপনা সুষ্ঠুতর করার লক্ষ্যে ৩৬০ দিন মেয়াদি বিশেষ রেপো (পুনঃক্রয় চুক্তি) সুবিধা প্রচলন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এক্ষণে, বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হ্ওয়ায় এবং ৩৬০ দিন মেয়াদি বিশেষ রেপোর কোন চাহিদা পরিলক্ষিত না হওয়ায় উক্ত বিশেষ রেপো সুবিধাটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (ডিএমডি, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২)
- ওভারনাইট রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.৫০ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৫.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে। (এমপিডি, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২)

উপসংহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পেলেও বৈশ্বিক অর্থনীতির বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রভাব মোকাবেলায় অপ্রয়োজনীয় এবং বিলাসবহুল আমদানি সীমিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নীতি সুদ-হার বাড়ানো, বিদ্যুতের রেশনিং এবং সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচন নীতি দেশের সামগ্রিক চাহিদা সীমিত করার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি উপশম করে সামগ্রিক আর্থিক পরিবেশ উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতগুলির জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রিক যোগান ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার সূত্রে দেশজ প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকারের নীতি পদক্ষেপ অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অধিকন্তু, অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে ঋণ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, খেলাপী ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনা, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদের ভারসাম্যহীনতা রোধ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগের গতিধারা সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	সেপ্টেম্বর	জুন	মার্চ	সেপ্টেম্বর	জুন	সেপ্টেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২২	২০২২	২০২২	২০২১	২০২১	২০২০	জুন'২২ এর	মার্চ'২২ এর	জুন'২১ এর	সেপ্টেম্বর'২১ এর	সেপ্টেম্বর'২০ এর
							তুলনায় সেপ্টেম্বর'২২	তুলনায় জুন'২২	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২১	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২২	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৩৫৩.৩০	৩৬৪২.৯৯	৩৫৬৪.০১	৩৭৭৫.৮৯	৩৮২৩.৩৮	৩৩১১.৫৮	-২৮৯.৬৯	৭৮.৯৮	-৪৭.৪৯	-৪২২.৫৯	৪৬৪.৩১
							-(৭.৯৫)	(২.২২)	-(১.২৪)	-(১১.১৯)	(১৪.০২)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৩৮৭৪.৯৮	১৩৪৩৮.২৪	১২৭৩৫.০৬	১২০৮২.২৭	১১৭৮৫.৫৮	১০৯৫০.৪৭	৪৩৬.৭৪	৭০৩.১৮	২৯৬.৬৯	১৭৯২.৭১	১১৩১.৮০
							(৩.২৫)	(৫.৫২)	(২.৫২)	(১৪.৮৪)	(১০.৩৪)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৭১০০.৭৩	১৬৭১৭.৫০	১৫৬২৭.১২	১৪৬৮৯.০৩	১৪৩৯৮.৯৯	১৩৩২৯.৫৯	৩৮৩.২৩	১০৯০.৩৮	২৯০.০৪	২৪১১.৭০	১৩৫৯.৪৪
							(২.২৯)	(৬.৯৮)	(২.০১)	(১৬.৪২)	(১০.২০)
i) সরকারি খাত (নীট)	২৯২৪.৯২	২৮৩৩.১৫	২৩৫৪.৯৪	২২৭৫.৪৫	২২১০.২৬	১৯০৪.৯৯	৯১.৭৭	৪৭৮.২১	৬৫.১৯	৬৪৯.৪৭	৩৭০.৪৬
							(৩.২৪)	(২০.৩১)	(২.৯৫)	(২৮.৫৪)	(১৯.৪৫)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৩৮১.৬৮	৩৭১.৯৯	৩৫৭.৭৯	৩০৬.৩৬	৩০০.১৮	২৯৩.৭৮	৯.৬৯	১৪.২০	৬.১৮	৭৫.৩২	১২.৫৮
							(২.৬০)	(৩.৯৭)	(২.০৬)	(২৪.৫৯)	(৪.২৮)
iii) বেসরকারি খাত	১৩৭৯৪.১৩	১৩৫১২.৩৬	১২৯১৪.৩৯	১২১০৭.২২	১১৮৮৮.৫৫	১১১৩০.৮২	২৮১.৭৭	৫৯৭.৯৭	২১৮.৬৭	১৬৮৬.৯১	৯৭৬.৪০
							(২.০৯)	(৪.৬৩)	(১.৮৪)	(১৩.৯৩)	(৮.৭৭)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩২২৫.৭৫	-৩২৭৯.২৬	-২৮৯২.০৬	-২৬০৬.৭৬	-২৬১৩.৪১	-২৩৭৯.১২	৫৩.৫১	-৩৮৭.২০	৬.৬৫	-৬১৮.৯৯	-২২৭.৬৪
							-(১.৬৩)	(১৩.৩৯)	-(০.২৫)	(২৩.৭৫)	(৯.৫৭)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	১৭২২৮.২৮	১৭০৮১.২৩	১৬২৯৯.০৭	১৫৮৫৮.১৬	১৫৬০৮.৯৬	১৪২৬২.০৫	১৪৭.০৫	৭৮২.১৬	২৪৯.২০	১৩৭০.১২	১৫৯৬.১১
							(০.৮৬)	(৪.৮০)	(১.৬০)	(৮.৬৪)	(১১.১৯)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪১৮৪.৪৯	৪২৫৯.০৫	৩৭৫৫.৫৫	৩৬৬৫.৬৭	৩৭৫৮.২৯	৩২৫৫.৪৫	-৭৪.৫৬	৫০৩.৫০	-৯২.৬২	৫১৮.৮২	৪১০.২২
							-(১.৭৫)	(১৩.৪১)	-(২.৪৬)	(১৪.১৫)	(১২.৬০)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৩৯৯.৯৮	২৩৬৪.৪৯	২১২৬.৮৭	২০৯৬.১৮	২০৯৫.১৮	১৮৯১.৯৮	৩৫.৪৯	২৩৭.৬২	১.০০	৩০৩.৮০	২০৪.২০
							(১.৫০)	(১১.১৭)	(০.০৫)	(১৪.৪৯)	(১০.৭৯)
ii) তলবি আমানত	১৭৮৪.৫১	১৮৯৪.৫৬	১৬২৮.৬৯	১৫৬৯.৪৮	১৬৬৩.১১	১৩৬৩.৪৭	-১১০.০৫	২৬৫.৮৭	-৯৩.৬৩	২১৫.০৩	২০৬.০১
							-(৫.৮১)	(১৬.৩২)	-(৫.৬৩)	(১৩.৭০)	(১৫.১১)
খ) মেয়াদি আমানত	১৩০৪৩.৭৯	১২৮২২.১৮	১২৫৪৩.৫১	১২১৯২.৫	১১৮৫০.৭	১১০০৬.৬০	২২১.৬১	২৭৮.৬৭	৩৪১.৮৩	৮৫১.২৯	১১৮৫.৯০
							(১.৭৩)	(২.২২)	(২.৮৮)	(৬.৯৮)	(১০.৭৭)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৪০০.৮	৩৪৭১.৬২	৩২১১.৫৬	৩২৩৩.৩৪	৩৪৮০.৭২	২৮০৮.২২	-৭০.৮২	২৬০.০৬	-২৪৭.৩৮	১৬৭.৪৬	৪২৫.১২
							-(২.০৪)	(৮.১০)	-(৭.১১)	(৫.১৮)	(১৫.১৪)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩১৮৯.২৬	৩৪৭৭.৫৮	৩৪৪৭.৫৬	৩৬১৭.৩০	৩৬৬৯.১৭	৩১৩৬.১৩	-২৮৮.৩২	৩০.০২	-৫১.৮৭	-৪২৮.০৪	৪৮১.১৭
							-(৮.২৯)	(০.৮৭)	-(১.৪১)	-(১১.৮৩)	(১৫.৩৪)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২১১.৫৪	-৫.৯৬	-২৩৬.০০	-৩৮৩.৯৬	-১৮৮.৪৫	-৩২৭.৯১	২১৭.৫০	২৩০.০৪	-১৯৫.৫১	৫৯৫.৫০	-৫৬.০৫
							-(৩৬৪৯.৩৩)	-(৯৭.৪৭)	(১০৩.৭৫)	-(১৫৫.০৯)	(১৭.০৯)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	৭১৬.৬৩	৫৪৯.৩	১২৮.০৪	৭২.৭৩	১৭২.৮৬	১২১.৮৭	১৬৭.৩৩	৪২১.২৬	-১০০.১৩	৬৪৩.৯০	-৪৯.১৪
সরকারের নীট ঋণ							(৩০.৪৬)	(৩২৯.০১)	-(৫৭.৯৩)	(৮৮৫.৩৩)	-(৪০.৩২)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩৬৪৭৬.৪০	৪১৮২৭.০০	৪৪১৪৭.০০	৪৬২০০.০	৪৬৩৯১.০	৩৯৩১৪.০০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৪০৪৭.৭৮	৪৩১৯.২৯	৪২৫৫.৫৫	৪৩৩৫.৯৪	৪৩৫৮.২৮	৩৫২৮.১৮					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	৩০৬৬.৪০	৩২২৬.৯৬	৩১৬৫.৬৫	৩২০৯.৮৭	২৯৭০.৭৮	২৬১৭.১৬					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৯৬.০০	৯৩.৪৫	৮৬.২০	৮৫.৫০	৮৪.৮১	৮৪.৮৪					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১১৩.৭৭	১১১.৭২	১১৫.৪৯	১১৫.২২	১১০.৪১	১১০.১১					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৬.৯৬	৬.১৫	৫.৭৫	৫.৫০	৫.৫৬	৫.৬৯					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ;

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।